মেহেরপুরে বিএনপি’র ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র ৩১ দফা দাবি সাধারণ মানুষের মাঝে তুলে ধরতে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করেছে জেলা বিএনপি।

গতকাল রবিবার বিকেলে এ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

আশরাফুর বাজারের ব্যবসায়ী, ক্রেতা, বিক্রেতা ও গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন তিনি। এ সময় তিনি বলেন, আপনারা জানেন কিছু দিন আগে এক ফ্যাসিবাদ খায়রুল হক গ্রেফতার হয়েছে, সে এই দেশেই ছিলো কিন্তু বর্তমান সরকার ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর গাফেলতির জন্য তাকে গ্রেফতার করতে এতো সময় লাগলো।

আমরা চাই এই খাইরুল হকের মত যেসব বিচারক অবৈধ রায় দিত, শেখ হাসিনার লিখিত রায়কে বাস্তবায়ন করতো, তাদেরকে দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় নিয়ে এসে বিচার কার্য সম্পন্ন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আগামী নির্বাচনে মেহেরপুরের ১ এবং ২ আসন বিএনপিকে উপহার দিব ইনশাআল্লাহ। এজন্য আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

গণসংযোগকালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য আনছারুল হক, ওমর ফারুক লিটন, সদর যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজুল ইসলাম ফিরোজ, ইলিয়াস হোসেন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, শ্যামপুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলামসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বিএনপি নেতারা জানান, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এ ধরনের গণসংযোগ চালিয়ে জনগণকে ৩১ দফা সম্পর্কে সচেতন করা হবে। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা

যায়।

গাংনীতে স্কুল ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব, ভ্যানচালককে গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনীতে দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে উত্যক্ত করার অভিযোগে আব্দুল খালেক (৪৮) নামের এক ভ্যানচালককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছেন স্থানীয়রা।

ভ্যানচালক আব্দুল খালেক গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃত চেতন মন্ডলের ছেলে।

আজ রবিবার (২৭ জুলাই) দুপুরের দিকে গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এ গণধোলাইয়ের ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানা পুলিশ তাকে আটক দেখিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আদালতে প্রেরণ করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভিকটিমের মায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে ওসি বানী ইসরাইল জানান, চলতি মাসের ২১ তারিখে ওই শিশুটি অভিযুক্ত আব্দুল খালেকের ভ্যানে করে নিজ বাড়ি গাঁড়াডোব গ্রামে ফিরছিল। পথিমধ্যে বাঁশবাড়িয়া তেলপাম্পের কাছে এসে শিশুটিকে একা পেয়ে আব্দুল খালেক তাকে বোতলের কোমল পানীয় খাওয়ানোর প্রস্তাব দেয়। শিশুটি তা খেতে অস্বীকার করে। পরে সে নানাভাবে অসামাজিক ও কুরুচিপূর্ণ কথা বলে কুপ্রস্তাব দেয়। তখন শিশুটি বুদ্ধিমত্তার সাথে ভ্যান থেকে নেমে পড়ে এবং বাড়ি ফিরে ঘটনাটি পিতা-মাতাকে জানায়।

পরিবারের সদস্যরা প্রতিদিন ভ্যানচালক খালেককে খুঁজতে থাকেন। আজ দুপুরে শিশুটি তাকে সনাক্ত করলে স্থানীয়রা আব্দুল খালেককে ধরে

গণধোলাই দেন এবং পরে পুলিশে সোপর্দ করেন।

গাংনী থানা পুলিশ তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত খালেক ঘটনাটি স্বীকার করেছেন।

এ ঘটনায় শিশুটির পিতা ইসরাফিল বাদী হয়ে ২০০০ সালের শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইনের ১০ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেছেন (মামলা নং- ৩০, তারিখ: ২৭/০৭/২৫)।

এ ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

গাংনীতে ২৪ ঘন্টার বিশেষ অভিযানে ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন গাংনী রামকৃষ্ণপুরের মোঃ রুহুল আমিনের ছেলে মোঃ নাহিদ হাসান (২০), একই গ্রামের মোঃ রাহাবুলের ছেলে মোঃ নয়ন হাসান (২১), চিৎলার মোঃ নজরুল ইসলামের ছেলে মোঃ ইমদাদুল, বাঁশবাড়িয়া ১ নং ওয়ার্ডের মৃত চেতন মন্ডলের ছেলে মোঃ খালেক মন্ডল ৪৫।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিধি মোতাবের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

জেলা সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।

মেহেরপুরে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধন

“পরিকল্পিত বনায়ন করি, সবুজ বাংলাদেশ গড়ি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করেছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগ।

এ উপলক্ষে সোমবার (২৭ জুলাই) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ফিতা কেটে বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করা হয়।

এরপর জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মোঃ রেজাউল আলমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

এছাড়াও, স্থানীয় সরকারের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক মোঃ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবদুল করিম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর, জেলা শিক্ষা অফিসার হজরত আলী, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর, জেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা এসটি হামিম হায়দারসহ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলায় বিভিন্ন স্টলে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ সাজিয়ে রাখা হয়। এ সময় বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। এই মেলায় ১৭টি স্টল স্থাপন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আমন ও আউশ আবাদে মাজরা পোকার আক্রমণ

মেহেরপুরে আউশ ও আমন ধানের ক্ষেতে ব্যাপক হারে মাজরাসহ বিভিন্ন পোকা আক্রমণ করেছে। পোকা দমনে ব্যর্থ হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষকরা। সপ্তাহে একাধিকবার বিষ প্রয়োগ করেও পোকা দমন করা সম্ভব হচ্ছেনা। তীব্র গরম ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে পোকার আক্রমণ বেড়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ।

তবে কৃষি বিভাগ বলছে, অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগ না করে পরিমিত ব্যবহার ও আলোক ফাঁদ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সংরক্ষণ করতে বলা হচ্ছে ক্ষতিকর পোকা খাদক পাখিকেও।

কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, জেলার ৫৫ হাজার হেক্টর কৃষি জমির মধ্যে প্রায় ২২ হাজার হেক্টরে আউশ এবং ২৭ হাজার হেক্টরে আমন ধান চাষ হয়। চলতি মৌসুমের শুরু থেকেই অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও তীব্র গরমে বাড়ছে মাজরাসহ বিভিন্ন পোকার উপদ্রব। যার ফলে আউশ ও আমন ধানের ক্ষেতে বেড়েছে মাজরাসহ বিভিন্ন পোকার আক্রমণ। কৃষকরা জমিতে সপ্তাহে দুবার কীটনাশক প্রয়োগ করেও পোকার আক্রমন ঠেকাতে পারছেন না। দিনের বেলায় কীটনাশক প্রয়োগ করলেও রাতের আধারে ধানের পাতা খেয়ে ফেলছে পোকায়।

এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন চাষীরা। পোকার আক্রমণ ঠেকাতে না পারলে ধানে ব্যাপক ফলন বিপর্যয়ের আশংকা করছেন চাষীরা। আউশ এবং আমন আবাদে চলে কৃষকদের সংসার। পোকার এই আক্রমণ না থামলে জেলার আউশ ও আমন ধানে বড় রকমের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। এ অবস্থায় জেলায় খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলে আশংকা তাদের।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো: ইমরান হোসেন বলেন, জেলায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ার কারনে এবং একই জমিতে বারবার একই ফসল উৎপাদন করাই এবছর আমন ও আউশ ক্ষেতে পোকার উপদ্রব বেড়েছে। তবে, পরিমিত পরিমাণ কীটনাশক প্রয়োগ, আলোক ফাঁদ ব্যবহার ও ক্ষতিকারক পোকা খাদক পাখি সংরক্ষণসহ কৃষকদের নানা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আশাকরি আমাদেও পরামর্শ ফলো করছে পোকার আক্রমন কমে আসবে।

দুদকের মামলায় আখিতারা জেলে, এখনো করা হয়নি সাময়িক বরখাস্ত

ভুয়া সনদে নিয়োগ নেওয়ায় দুদকের মামলায় মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ান আখিতারার জেল হাজতে সময় কাটালেও তাকে এখনো সাময়িক বরখাস্ত করেনি স্কুল ম্যানেজিং কমিটি। এনিয়ে ম্যানেজিং কমিটির ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

গত ১০ জুলাই মেহেরপুরের স্পেশাল ট্রাইবুনাল আদালতের বিচারক এস এম নাসিম রেজা আখিতারাকে জেল হাজতে পাঠান। অথচ প্রায় দুই সপ্তাহ পার হলেও বিধি লঙ্ঘন করে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি সহকারী লাইব্রেরিয়ান আখিতারাকে এখনো সাময়িক বরখাস্ত না করে নিশ্চুপ রয়েছেন।

জানা গেছে, দুর্নীতি দমন কমিশন, জেলা সমন্বিত কার্যালয় কুষ্টিয়ার উপ-সহকারী পরিচালক মাইদুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নম্বর ০৩/২০২৪, তারিখ ০৫ নভেম্বর ২০২৪।

বাদী তার এজাহারে উল্লেখ করেন, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ান আখিতারা খাতুন ভুয়া সার্টিফিকেট খাঁটি হিসেবে উপস্থাপন করে চাকুরি গ্রহণপূর্বক সরকারি ৮ লাখ ৮২ হাজার ১২৭ টাকা আত্মসাতের অপরাধ করেছেন।

এই মামলায় আরও তিনজন আসামি যুক্ত আছেন। তারা হলেন, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, সাবেক সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিনয় কুমার চাকি এবং বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তি। উক্ত আসামি তিনজন আখিতারা খাতুনের সাথে পারস্পরিক যোগসাজশে ভুয়া সার্টিফিকেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে চাকরিতে নিয়োগ প্রদান করেন।

গত ২৫ মে মেহেরপুর জেলা জজ আদালত চারজন আসামির বিরুদ্ধেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। তিনজন আসামি ইতোমধ্যেই জামিন পেলেও আখিতারাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।

বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলুকে জিজ্ঞেস করা হয় আখিতারা খাতুনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে কি না। তিনি উত্তরে বলেন, আমি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার জন্য। কিন্তু প্রধান শিক্ষক এখনো করেছেন কি না বলতে পারছি না।

মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম বলেন, আমি বিষয়টি এখনো অবগত নই। খোঁজ নেব এবং এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেব।

এ বিষয়ে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হজরত আলীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, চাকরির বিধি অনুযায়ী বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার বিধান আছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি নানাধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের নামে স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বহু নিউজ প্রকাশিত হয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনে সিরিজ নিউজ হয়েছে। তার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলাও চলমান। বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনের একটি মামলায় চার্জশিটভুক্ত আসামি এবং আরও তিনটি মামলা চার্জশিটের অপেক্ষায়।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের এই মাত্রার স্খলন থাকলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন কতটা নিরাপদ সেটি একটি বড় প্রশ্ন। এলাকার সাধারণ মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন। তাদের দাবি, অতিসত্বর প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রশ্নে সংশ্লিষ্টদের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।

মেহেরপুরে এ্যাড. কামরুল

হাসানের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি বাজারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র ৩১ দফা দাবি সাধারণ মানুষের মাঝে তুলে ধরতে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করেছে জেলা বিএনপি।

শনিবার (২৭ জুলাই) বিকেলে এ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বারাদি বাজারের ব্যবসায়ী, ক্রেতা, বিক্রেতা ও আগত জনসাধারণের মধ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন তিনি। এ সময় তিনি বলেন, “দেশে গঠনতান্ত্রিক ও জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠায় বিএনপি যে ৩১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, তা সাধারণ মানুষের অধিকার ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার রূপরেখা।”

গণসংযোগকালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ওমর ফারুক লিটন, সদর যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজুল ইসলাম ফিরোজ, ইলিয়াস হোসেন, বারাদি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলু, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান মুকুল, শ্যামপুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলামসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বিএনপি নেতারা জানান, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এ ধরনের গণসংযোগ চালিয়ে জনগণকে ৩১ দফা সম্পর্কে সচেতন করা হবে।

মুজিবনগরে কৃতি শিক্ষার্থীদের

সংবর্ধনা

মুজিবনগরে ইনফ্যান্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিবপুর, মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গোপালনগর বালিকা বিদ্যালয় এবং মোনাখালী ইউনিয়নের বাসিন্দা যারা মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছেন এমন মোট ১৪ জন কৃতি ছাত্রছাত্রীকে এই সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুরের হলরুমে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক ডালিম সানোয়ারের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রধান নির্বাহী, অস্ট্রেলিয়ান প্রবাসী রাফিদ আলম রকির পিতা, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ মাহফুজ আলম।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক ও শিবপুর হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম, শিবপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুস সালাম, সহকারী প্রধান শিক্ষক ফিরাতুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, ফিতাজ আলী, শাহাজুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, আব্দুস সালাম প্রমুখ।

আমন্ত্রিত এসএসসি জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণ অনুষ্ঠান শেষে তাদের মতামত ও অনুভূতি প্রকাশ করেন। তারা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন আয়োজকদের প্রতি।

ইনফ্যান্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন একটি মানবসেবামূলক সংগঠন, যা শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশের ৭টি জেলায়। সংগঠনটি ২০২১ সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গত ৫ বছরে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডিতে নিহত সকল আত্মার মাগফিরাত কামনার মধ্য দিয়ে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

মেহেরপুরে জুলাই পুনর্জাগরণে সমাজ গঠনে শপথ পাঠ

মেহেরপুরে জুলাই পুনর্জাগরণে সমাজ গঠনে শপথ পাঠ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তর ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে শনিবার ২৬ জুলাই সকাল ১০টায় সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে এই শপথ পাঠ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা শারমিন এস. মুর্শিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম, জেলা সমাজসেবা অফিসার আশাদুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুন, জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মুনীর, জেলা শিক্ষা অফিসার হজরত আলী, অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি খন্দকার মুইজ ও রাব্বি হাসনাত, এবং আরও অনেক সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা সমাজসেবা অফিসার (রেজি) কাজী আবুল মনসুর।

ডেপুটেশনে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেওয়ার খায়েশ মিন্টুর

মেহেরপুর শহরের এস এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শফিকুল ইসলাম মিন্টুর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অনিয়ম ও অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছে। শফিকুল ইসলাম মিন্টু বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর সদর উপজেলা কমিটির সভাপতি এবং প্রভাবশালী একটি রাজনৈতিক দলের অনুসারি।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, শফিকুল ইসলাম মিন্টু নিয়মিত স্কুল না উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসে বেশি সময় কাটান এবং বিভিন্ন বিষয়ে দালালি করেন। তিনি একটি কোচিং সেন্টারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, যা সরকারি নীতিমালার পরিপন্থী। বেলতলা পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডেপুটেশন নিয়ে জোর করে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেওয়ার চেষ্টা করেন। যদিও সরকারি বিধি অনুযায়ী ডেপুটেশনপ্রাপ্ত শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়ার বিধান নেই। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ার লক্ষ্য নিয়েই একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতাদের সুপারিশ নিয়ে ডেপুটেশন নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দায়িত্ব না পেয়ে তিনি বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক একজন নারী হয়েও তাঁকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যা চাকরিবিধি ও শিষ্টাচারবহির্ভুত। এবং তিনি সরাসরি একটি রাজনৈতিক দলের অনুসারি বলে নিজেকে বিভিন্ন স্থানে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এ ধরণের একজন শিক্ষকের কাছে থেকে শিক্ষার্থীরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবেন সে নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে সমালোচনা শুরু হয়েছে এবং শিক্ষক সমাজকে অন্যভাবে দেখানোর চেষ্টা করাচ্ছেন ওই শিক্ষক।

বেলতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সাবরিনা জেসমিন বলেন, আমি এই বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষকদের মধ্যে সিনিয়র। সে হিসেবে আমাকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোন ডেপুটেশন শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পেতে পারেন না। কিন্তু এস এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শফিকুল ইসলাম মিন্টু রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে ডেপুটেশন নিয়ে এখানে এসে প্রধান শিক্ষককের নিতে চাচ্ছেন। কিন্তু উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশনা না থাকায় আমি তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিইনি। কিন্তু তারপরও তিনি নিজে নিজে প্রধান শিক্ষককের চেয়ারে বসেছেন এবং

তিনি আংশিক স্বীকার করে বলেন, “১০ জনের একটি গ্রুপে কিছু লেখালেখি হয়েছে, তবে ইচ্ছাকৃত কিছু নয়।”